যুগান্তর

তারিখ 05 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

মঙ্গলবার রাতে ব্যানবেইসে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তর

গার্হস্থ্য অর্থনীতির ছাত্রীদের অবরোধে অচল নীলক্ষেত

যুগান্তর রিপোর্ট

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অধীনে পূর্ণাঙ্গ ইন্সটিটিউট করার দাবিতে নীলক্ষেতে মঙ্গলবার দিনভর সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করে শিক্ষার্থীরা। এদিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য বেনবেইস কার্যালয়ে গেলে দাবি পূরণের জন্য সন্ধ্যার আগে তাকেও অবরুদ্ধ করে শিক্ষার্থীরা। সন্ধ্যার পর শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আলোচনা হয়। এরপর কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেয় শিক্ষার্থীরা। এর আগে সকালে শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ওহিদুজ্জামানকে অবরুদ্ধ করে। তিনি 'বিপন্ন উদ্ভিদ সংরক্ষণে শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় যোগ দিতে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে গিয়েছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ তালা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে।

■ মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর কর্মসূচি স্থগিত

■ ঢাবির অধীনে স্বতন্ত্র ইন্সটিটিউট ও কো-এডুকেশন দাবি

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার পর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের বলেন, 'শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্যা ও দাবিগুলোর কথা আমাকে জানিয়েছে, আমি মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায়ের অফিসারদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছি। তাদের (শিক্ষার্থীদের) একটা অভিযোগ হল, ভর্তি করার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলে ভর্তি করা হয়। আরেকটা অভিযোগ হল— তাদের বইপুস্তক নেই, এখানে পড়ে কোনো মূল্যায়ন পাওয়া যায় না।' গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট করার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'সেটা তো বললেই হয় না, এটার জন্য প্রস্তুতির দরকার আছে। সার্বিক বিষয়ে আলোচনার জন্য ছাত্রীদের পাঁচজন, কলেজের অধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যক্ষকে নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল করতে বলেছি।'

উপস্থিত পাঁচ ছাত্রী প্রতিনিধিকে মন্ত্রী প্রশ্ন করেন, 'তোমরা খুশি আছতো? ছাত্রীরা বলে, আছি।' এরপর রাত ৮টার দিকে মন্ত্রী ব্যানবেইস থেকে চলে যান।

কলেজের ছাত্রী ও ছাত্রলীগ নেত্রী মাসুমা আক্তার পলি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা প্রতিনিধিরা বসে আলোচনা করব। আগামী দিনের কর্মসূচিগুলো স্থগিত ঘোষণা করা হল।'

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা নীলক্ষেত মোড়ে সড়ক অবরোধ করলে আজিমপুর থেকে মিরপুর-পলাশী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নিউমার্কেট ও নীলক্ষেত এলাকায় সব ধরনের যানবাহন ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

ছাত্রীদের অবরোধে অচল নীলক্ষেত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে মারাত্মক যানজটের সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার গাড়ি ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। লালবাগ থানার ওসি মনিরুজ্জামান বলেন, কলেজের ছাত্রীরা নীলক্ষেত মোড় বন্ধ করে দেয়। ফলে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করি এবং বিকল্প কিছু সড়কে যানবাহনের ডাইভারশন দেয়া হয়।

বিকাল ৫টার দিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বেনবেইস কার্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান। খবর পেয়ে আন্দোলনরত ছাত্রীরা বেনবেইস কার্যালয়ে হাজির হয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে অবরুদ্ধ করে। দীর্ঘসময় অবরুদ্ধ থাকার পর শিক্ষামন্ত্রী আন্দোলনের ইস্যু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এরপর ছাত্রীরা অবরোধ তুলে নেয়।

সকাল থেকে বৃত্তাকারে ছাত্রীরা নীলক্ষেত সড়ক অবরোধ করায় নীলক্ষেত, আজিমপুর, পলাশী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, নিউমার্কেট, হাতিরপুল, মিরপুর রোড এলাকায় ব্যাপক যানজট দেখা দেয়। এতে সাধারণ মানুষ ব্যাপক দুর্ভোগে পড়েন। ছাত্রীরা স্বতন্ত্র ইন্সটিটিউট দাবি করে ফেস্টুন ও ব্যানার প্রদর্শন করে এবং স্লোগান দেয়। একই দাবির কথা তারা লিখে রাখে পিচঢালা সড়কে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানায়, ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের কারিকুলাম নিয়ন্ত্রণ করে আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। ২০১৪ সাল থেকে ঢাবির গার্হস্থ্য ইউনিট হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। তাদের সার্টিফিকেটে এক পাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যপাশে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের মনোগ্রাম থাকে। কিন্তু তারা চায় কলেজটি ঢাবির একটি পূর্ণাঙ্গ ইন্সটিটিউট হোক। এটা হলে ভর্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিভেদ থাকবে না। ছেলেরাও এ কলেজে ভর্তি হতে পারবে। দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে এই দাবি জানিয়ে আসছে। বহুবার দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাসের পরও তাদের দাবি বাস্তবায়িত হয়নি।

আন্দোলনে অংশ নেয়া বস্ত্র-পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প বিভাগের ছাত্রী হাজেরা আক্তার বলেন, ২১ সেপ্টেম্বর আমরা কো-এডুকেশনের দাবিতে মাঠে নামি। ওইদিন আমরা ঢাবির ভিসির কাছে স্মারকলিপি দিয়েছি। আমরা চাই ঢাবির অধীনে স্বতন্ত্র ইন্সটিটিউটের মর্যাদা দিয়ে কো-এডুকেশন চালু হোক। ঢাবি ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ভর্তি পরীক্ষা হয় একসঙ্গে। কারণ কলেজটি ঢাবির একটি ইউনিট। ঢাবি কর্তৃপক্ষ এর একাডেমিক কারিকুলাম নির্ধারণ করে, সার্টিফিকেটও দেয়। অথচ অন্যান্য সব প্রশাসনিক কার্যক্রম চলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। তাই আমরা ঢাবির বলে স্বীকৃতি পাই না। আমরা চাই ঢাবির স্বীকৃতি।

কলেজের ছাত্রী আফসানা ইয়াসমিন বলেন, কোথাও বলা নেই এটা মহিলা কলেজ। অথচ এখানে শুধু ছাত্রীদেরই ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু আমরা যেসব বিষয়ে পড়ি সেগুলোতে ছেলেরাও পড়ে। এছাড়া শিশু বিকাশ, বস্ত্র-পরিচ্ছন্ন, পুষ্টি বিজ্ঞান ছেলেমেয়ে সবাই পড়ছে। যেখানে নারী-পুরুষ সমান অধিকার বলা হচ্ছে তাহলে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের বিষয়গুলোকে কেন শুধু নারীদের বিষয় বলা হচ্ছে।

আরেক ছাত্রী তারিন সুলতানা জানান, আমাদের অভিভাবকসহ সমাজের অনেকেই মনে করে আমরা শুধু রান্নাবান্না শিখি। আমরা যেসব বিষয়ে পড়ি সেগুলো দেশের অর্থনীতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু আমাদের সেই স্বীকৃতি নেই। তিনি আরও বলেন, আমাদের আলাদা কারিকুলাম। কিন্তু রসায়ন, গণিত, পরিসংখ্যানসহ অন্য সব মাইনর কোর্সগুলো পড়ানো হয় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের। উচ্চ মাধ্যমিকের বই পড়ানোর কারণেই আমাদের মধ্যে হতাশাও তৈরি হয়।'

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের অধ্যক্ষ শামসুন নাহার বলেন, 'এখানে যারা পড়ে তারা সবাই ঢাবির শিক্ষার্থীদের মতোই মেধাবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের অধীনে এই কলেজে ভর্তি পরীক্ষা হয়। বেশির ভাগ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরাই এখানে ভর্তি হয়। আমাদের মেয়েদের আন্দোলন যৌক্তিক। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দোটানার মধ্যে আছে কলেজটি। আমরা কোর্স কারিকুলাম তৈরি করি, সেটি যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত করে ঢাবি কর্তৃপক্ষ। তবে আচরণ অন্য সব সাধারণ কলেজের মতো।

হোম ইকনোমিকস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের (হিয়েব) সাধারণ সম্পাদক এবং বস্ত্র-পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ফাতিমা সুরাইয়া জানান, এখানে আমরা যেসব বিষয় পড়াই তা ছেলেরাও পড়তে পারে। দেশের বাইরেও তাই চালু আছে। তাছাড়া এটা যেহেতু আন্তর্জাতিক মানের তাই ছেলেমেয়ে সবাই পড়তে পারে। কলেজটিতে ঢাবির স্বতন্ত্র ইন্সটিটিউট করা হলে ছেলেরাও ভর্তির সুযোগ পাবে। এক সময় ঢাবির সমাজকর্ম গবেষণা ইন্সটিটিউট, লেদার টেকনোলজিসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আলাদা ছিল। কিন্তু এখন তারা ঢাবির অধীনে। গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজেও এমনটা হতে পারে। সরকার চাইলে সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগবে।' ঢাবি ভিসির কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, তারা গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ছাত্রীদের কাছ থেকে একটি আবেদন পেয়েছে। আবেদনে তারা কো-এডুকেশন ও ইন্সটিটিউট করার দাবি করেছে। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা চলছে।